চুয়াডাঙ্গায় ঢিলেঢালা লকডাউন

চুয়াডাঙ্গা জেলাকে অবরুদ্ধ ঘোষণা করা হলেও তা কাউকে মানতে দেখা যায়নি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লকডাউন ঘোষণার পর শুক্রবার সকাল থেকে চুয়াডাঙ্গা শহরে ও গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় আগের মতোই চিত্র। মানুষ ঘরের বাইরে এসে ঘোরাঘুরি করেছেন। রাস্তায় ইজিবাইক ভ্যান রিকসা চলাচল করতে দেখা গেছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলাকে অবরুদ্ধ ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার। প্রকাশ করা হয় গণবিজ্ঞপ্তি। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কভিড-১৯ এর সংক্রমণ ঝুঁকি ও বিস্তার প্রতিরোধের জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলাকে লকডাউন ঘোষণা করা হলো। লকডাউন সময়ে জাতীয় ও আঞ্চলিক সড়ক ও মহাসড়ক এবং নৌপথে অন্য কোনো জেলা হতে কেউ এ জেলায় প্রবেশ করতে পারবে না। এই জেলা হতেও কেউ অন্য জেলায় যেতে পারবে না। জেলার অভ্যন্তরে আন্তঃউপজেলা যাতায়াতের ক্ষেত্রেও এই নিষেধাজ্ঞা বলবত থাকবে।

এছাড়াও সকল প্রকার গণপরিবহণ বন্ধ থাকবে। জনচলাচল বন্ধ থাকবে। তবে, জরুরি পরিসেবা, চিকিৎসা সেবা, কৃষি পণ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরঞ্জাম সংগ্রহ ও পরিবহণ এবং ব্যাংকিং সেবা সীমিত পরিসরে চলবে।

শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই চলাচল করেছে। লকডাউনের কোনো নিয়মনীতি কাউকে মানতে দেখা যায়নি। এ অবস্থায় সকাল থেকে সড়কে পুলিশকে হ্যান্ড মাইকে লকডাউন প্রচারণা চালাতে দেখা যায় এবং জনগণকে ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়।

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নতুন ৬ জনকে শনাক্ত করা হয়। এর আগে চুয়াডাঙ্গায় শনাক্ত করা হয়েছিল ২ জনকে। এখন পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলায় মোট ৮ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে একজন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দোকান খুলে জনসমাগম করছে তাদেরকে বার বার করে দোকান বন্ধ রাখার জন্য বলে আসছি।রাস্তা ঘাটে, মসজিদে একদিন-দুইদিন পর পর জিবানুনাশুক স্প্রে করছি। তাছাড়া সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয় হলো স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যাক্তিগত নিজেদের কোন প্রটেকশন নাই। তারা প্রটেকশন ছাড়ায় ঝুকিপূর্ন অবস্থায় কাজ করে চলেছে।এরপরেও আজকে দেশের এই বিপদ সম্মুক্ষে প্রশাসনের পাশে দাড়াতে পেরে আমারা নিজেরা গর্ভবোধ করছি।

মানিকনগর গ্রামের হাসানুজ্জামান লাল্টু বলেন, ইউএনও স্যারের নেতৃত্বে আমরা মানিকনগর স্বেচ্ছাসেবক টিম প্রতিটা দিন পরিশ্রম করে যাচ্ছি।আমাদের এলাকায় থাকা অসহায় ব্যাক্তিদের সব সময় সেবা করে চলেছি। কারও ঘরে খাবার না থাকলে সেটা ইউএনও স্যারের সাথে কথা বলে তার বাসায় খাবার পৌছে দেয়ার ব্যাবস্থা করছি। এছাড়া কৃষকদের বিভিন্ন ভাবে উদ্বৃদ্ধ করতে প্রশাসনের পাশাপাশি আমরা সকলকে সচেতন করছি। যতদিন প্রযন্ত আমাদের জিবন থাকবে ততদিন প্রযন্ত আমরা এভাবেই করোনা মোকাবেলা করে যাবো। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী বলেন, করোনা মোকাবেলায় উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থকর্মি ও জনপ্রতিনিধি বিভিন্ন ভাবে প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে সাধারন জনগনকে সচেতন করতে আমাদের একার দ্বারা সম্ভব না। তাই জনগনকে সচেতন করতে অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

মুজিবনগর কোভিট-১৯ স্বেচ্ছাসেবক সদস্যরা সব সময় প্রশাসনকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আর হাট-ব্যাবস্থাপনার বিষয়ে আমি শুধুমাত্র সিদ্ধান্তটুকুই নিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সদস্যরা নিরলশ ভাবে পরিশ্রম করেছে। তাদের এই পরিশ্রম ছাড়া হয়তো আমি এই ব্যাবস্থাপনাটিতে সফল হতে পারতাম না। আর এই দূসময়ে তাদের পাশে পেয়ে নিজেকেও খুব ভাগ্যবান মনে করছি।

দেশে করোনায় মোট মৃত্যু ১৩১,

আক্রান্ত ৪৬৮৯

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এনিয়ে মোট ১৩১ জন মৃত্যুবরণ করলেন। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০৩ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৪,৬৮৯।

আজ শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩,৬৮৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ৪ জন। এ নিয়ে মোট ১১২ জন।

গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাংলাদেশে নতুন করে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছিলেন ৪১৪ জন। মোট শনাক্ত হয়েছিলেন ৪,১৮৬ জন। এ ছাড়া গতকাল পর্যন্ত আরও ৭ জন মারা যান। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১২৭। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১৬ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১০৮ জন।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

দেশে গত ২৪ ঘন্টায় ৪জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসের মহামারীতে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১৩১ জনে।

আজ শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে এ তথ্য জানান।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। পরে ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

অভুক্ত সেই পরিবারে খাদ্য সামগ্রী পৌছে দিলেন বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান

মেহেরপুরের মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলাম নামের সেই অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলামের পরিবার অভুক্ত শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিন এ এমন নিউজ প্রকাশ হওয়ায় সেটি দেখার পর শুক্রবার সকালে চেয়ারম্যান তার গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে অসহায় পরিবারটির মাঝে সামগ্রী পৌছায়ে দেন। এছাড়া লকডাউনে থাকা পরিবার গুলোর খাদ্য শেষ হয়ে গেলে পুনরায় জানানোর জন্য বলে আসা হয়।

ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন জানান, লকডাউনে থাকা অসহায় সকলের বাসায় খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসার জন্য গ্রাম পুলিশ পাঠানো হয়। যে কোন ভাবে ঐ পরিবারটি বাদ পরে গিয়েছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে নিউজটি দেখার পর শুক্রবার সকালে আমার গ্রাম পুলিশের মাধ্যেমে তার বাসায় খাবার সামগ্রী দিয়ে আসি।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা সেই পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিলো ইউপি সদস্য

মেহেরপুরের মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলাম নামের সেই অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসলেন ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলামের পরিবার অভুক্ত শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় এমন নিউজ প্রকাশ হওয়ায় ঐ দিন সন্ধায় ইউপি সদস্য তার বাসায় যেয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসে।

এছাড়া লকডাউনে থাকা পরিবার গুলোর খাদ্য শেষ হয়ে গেলে পুনরায় জানানোর জন্য বলে আসা হয়।

ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস জানান, লকডাউনে থাকা অসহায় সকলের বাসায় খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসার জন্য গ্রাম পুলিশ পাঠানো হয়। যে কোন ভাবে ঐ পরিবারটি বাদ পরে গিয়েছে। তবে বিকালে মেহেরপুর প্রতিদিনে নিউজ দেখার পর আমার নিজ উদ্যেগে আপাতত কিছু খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসি।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ড লক ডাউন

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ড লক ডাউন করা হয়েছে।

হাসপাতালের আরএমও ডা.মখলেছুর রহমান এই লক ডাউনের ঘোষনা দেন।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বলে বিষয়টি নিশ্চিত করে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের ইদ্রিস শাহর শরীরে করোনা ভাইরাস পজিটিভ হওয়ার পর হাসপালের পুরুষ ওয়ার্ড লক ডাউন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইদ্রিস শাহ গত বুধবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ডের একটি বেডে মৃত্যু বরণ করেন। পরে তার নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলে রেজাল্ট করোনা পজিটিভ আসে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর পূবালী ব্যাংকে সামাজিক দূরত্ব মানছে না গ্রাহকরা

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড মেহেরপুর জেলা শাখায় সাধারণ গ্রাহকসহ তামাক চাষিরা টাকা উত্তলনের জন্য গন জমায়েত হয়েছে। লম্বা লাইন দেখা গেলেও শারীরিক কোন দুরুত্ব ছিল না কোথাও। কেউ কেউ আবার কোন প্রকার নিরাপত্তা ছাড়াই লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল দীর্ঘক্ষণ। গত দুইদিন ধরে একই চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে পূবালী ব্যাংকের সামনে। ইতিমধ্যে মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে, সাথে আরো এক জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে।

এরপরও মানা হচ্ছে না সামাজিক বা শারীরিক দূরত্ব। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের কোনো পদক্ষেপ না থাকায় এমন হচ্ছে বলে জানিয়েছে সচেতন মহল। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সবক্ষেত্রেই কাজ করেছে প্রশাসন কিন্তু মেহেরপুর পূবালী ব্যাংক লিমিটেড তামাম চাষীদের টাকা প্রদানের সময় কোন ভূমিকা কেন থাকবে এমন প্রশ্ন করেছেন অনেকেই।

মেহেরপুর পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ম্যানেজার এস এম আশরাফুল হকের

সাথে কথা বললে তিনি বলেন, তামাক চাষীদের টাকা দিতে গিয়ে এই ধরনের গাদাগাদি বাইরে থাকতে কিন্তু কিন্তু ব্যাংকে পরীর ভিতরে পরিবেশটা মোটামুটি ভালো।

জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সচিব ও মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বলেন, প্রশাসন আর কতটুকু ব্যবস্থা নিবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের উচিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। সেই সাথে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। এরপরও আমি বিষয়টি প্রশাসন ও ব্যাংক কতৃপক্ষকে বলবো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা একটি পরিবার অভুক্ত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের ৬টি বাড়ি বুধবার (২২ এপ্রিল) লকডাউন করা হয়েছে। এদের মধ্যে একটি পরিবারের ৪ সদস্য অভুক্ত সময় কাটাচ্ছেন। সরকারী ও স্থানীয় কোন সহযোগিতা না পেয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করা পরিবারে বাড়ছে ক্ষোভ।

ভুক্তভোগীরা বলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোয়ারিন্টিন করায় তিনি খোঁজ নিতে পারছেন না হয়তো। অন্য কেউ তাদের খোঁজ খবর না নেওয়া অসহায়ত্বের পাশাপাশি চরম ক্ষোভ বাড়ছে।

ভুক্তভোগী জীবন ইসলামের সাথে আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে মোবাইলে যোগাযোগ হলে তিনি বলেন, আমার বাড়িতে চাউলসহ খাদ্য দ্রব্য তেমন কিছুই নেই। আজ বৃহস্পতিবার সকালে আলু ভর্তা আর ভাত রান্না হয়েছিল। এখনো দুপুরের রান্না হয়নি। বাসায় আমার অসুস্থ বৃদ্ধ মা, স্ত্রী ও শিশু কন্যা রয়েছে। এমন অবস্থায় কিভাবে তাদের আহার জোগাবো তা ভেবে পাচ্ছি না।

জানা গেছে, লকডাউনে থাকা ৬টি পরিবারের মধ্যে তিনটি পরিবার দরিদ্র। এদের মধ্যে কেদারগঞ্জ জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন জীবন মিয়া কওমি মাদ্রসার পাচকের কাজ করে সংসার চালাতেন। বেশ কিছুদিন আগে থেকে তার পেশাগত কাজ বন্ধ হলে দিনমজুরী শুরু করেন। লকডাউনে থাকায়

এখন তার কোন রোজগার নেই।

প্রশাসন ও স্থানীয়দের সহায়তার বিষয়ে তিনি বলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোয়ারিন্টিনে রয়েছেন তাই হয়তো তিনি মোবাইল রিসিভ করছেন না। স্থানীয় ইউপি সদস্য শংকরকে কয়েকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি। কল কেটে দিচ্ছেন।

লক ডাউনে থাকা একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সকালে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একজন গ্রাম পুলিশ সদস্য লকডাউনে থাকা তিনটি পরিবারে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে গেছেন। জীবন ইসলামের কেউ কোন খোঁজ নেয়নি এবং খাবার পৌঁছায়নি।

তবে জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে সব সহায়তা দেয়া হচ্ছে। কারো কোন সমস্যা হলে তিনি আমাদেরকে মোবাইলে জানালে দ্রুত ব্যবস্থা করা হবে।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন। ওই দিন মৃত্যু বরণ করা এক ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষায় কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা আজ বৃহস্পতিবার লক ডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির দাফন ও চিকিৎসায় সংস্পর্শে আসায় মুজিবনগরের ইউএনও, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ওসি (তদন্ত), চিকিৎসকসহ ২৪ জন কোয়ারিন্টিনে গেছেন।